পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (গজঘন্টা ইউপি)

ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বিধিমালা, ২০১৩-এর বিধি-৬ এর উপবিধি-২ অনুসারে নিম্নের ধাপসমুহ অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

প্রথমঃ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ৪ ও ৫ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি মোতাবেক ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড সভায় জনসাধারনের মতামত ও চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যা ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমুহ ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বধিমালা, ২০১৩ এর ৬বিধি অনুসারে গঠিত ইউনিয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক খাতভিত্তিক চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন যোগ্যতা বিবেচনা করতঃ কারিগরি দিক বিশ্লেষণ করা হয়।

তৃতীয়ঃ ইউপির পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

চতুর্থঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি স্থানীয় উন্নয়নমূলক সেবা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের চাহিদা, সামাজিক সমস্যা এবং স্থানীয় দাবীসমুহ বিবেচনা করতঃ প্রকল্প তালিকা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

পঞ্চমঃ ইউনিয়নের স্থায়ী কমিটিসমুহের নিকট থেকে বিভাগীয় অর্থাৎ খাতভিত্তিক ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণান্তে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা স্থানীয়ভাবে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সে সম্পর্কেও তথ্যাবলী বিবেচনা করতঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। অতঃপর ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি অনুমোদন করা হয়।

উন্নয়ন সম্ভাবনা ঃ কৃষি ও সেচ, মৎস এবং প্রাণিসম্পদ

০১. গতানুগতিক কৃষি কাজ (যেমনঃ ধান,গম, ভুট্টা, তামাক ইত্যাদি) থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সম্ভাবনার কৃষি (যেমনঃ রবিশষ্য- মিষ্টি কুমড়া, মাল্টা, ড্রাগন, আলু, ডাল) চাষ করণ।

০২. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের মুল্যবান কর্মঘন্টা অন্যক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি।

০৩. পানি নিস্কাশন ও খালখনন ব্যবস্থা উন্নতকরণের মাধ্যমে অবশিষ্ট কিছু জমি একফসলী জমিতে রূপান্তরকরণ ও মৎস চাষের সুযোগ তৈরিকরণ এবং সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য চাষ বিষয়ক কৃষক উদ্যোক্তা তৈরিকরণ।

০৪. কৃষি কাজে জৈব প্রযুক্তির (জৈব সার, জৈব বালাইনাশক ইত্যাদি) ব্যবহার।

০৫. ইউনিয়নের অধিকাংশ কৃষি পরিবারসমুহকে মৎস ও প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ও খামারী হিসেবে সক্ষমতা অর্জন করা।

০৬. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টিকরণ।

০৭. মৌসুমে কৃষি পণ্যের মুল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য পণ্য সংরক্ষণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও বিশেষায়িত বাজার ব্যবস্থার সৃষ্টি করা।

০৮. কৃষিখাতে বীমা ব্যবস্থা (ক্ষতিপূরণ) চালুকরণ।

উন্নয়ন সম্ভাবনা ঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণ, ক্রিড়া ও সংস্কৃতি এবং আইন-শৃংখলা

০১. বিদ্যালয় গমন উপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয় গমন করবে।

০২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার শুন্যতে নেমে আসবে।

০৩. বিদ্যালয়সমুহে প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র ও শ্রেণীকক্ষের পর্যাপ্ত সংস্থান হবে।

০৪. শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় বিদ্যালয়সমুহে প্রাচীর নির্মিত হবে।

০৫. নিরাপদ পানির উৎস ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন এর ব্যবস্থা থাকবে।

০৬. পাঠদানের ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হবে।

০৭. ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।

০৮. শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার এবং শিশু অপুষ্টির হার শুন্যতে নেমে আসবে।

০৯. টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় সকল জনগন আসবে।

১০. জন্ম ও মৃত্যু হার কমিয়ে আনতে হবে।

১১. সকল গর্ভবতী মা নিয়ম মাফিক ৪ বার গর্ভকালীন সেবা গ্র হণ করবে।

১২. সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য সকল ব্যক্তি উক্ত সুবিধার অধিকারী হবেন।

১৩. ইউনিয়নের সকল ব্যক্তিকে পর্যায় ভিত্তিক বিভিন্ন খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার (পাঠাগার, বয়স্কদের উপযোগী সংগঠন, বিনোদন ক্লাব) আওতায় আসবে।

১৪. দেশের বিদ্যমান আইনের প্রতি সকল জনগন শ্রদ্ধাশীল হবে।

বস্তুগত অবকাঠামো উন্নয়ন সম্ভাবনা

০১. দৃশ্যমান প্রায় সকল রাস্তাই পাকা রাস্তার আওতায় আসবে।

০২. বিশেষায়িত হাট এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাযুক্ত হাট-বাজার থাকবে।

০৩. শতভাগ জনগনের জন্য বিশুদ্ধ পানির উৎস থাকবে।

০৪. ইউনিয়নের সকল জনগনের স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।

০৫. সকল জনগন স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলবে।

০৬. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পুনঃব্যবহার পদ্ধতির ব্যবহার হবে।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, দূর্যোগ, তথ্য-প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভাবনা

১। সকল ব্যক্তিই যথাসময়ে নিবন্ধনের আওতায় আসবে।

২। দূর্যোগ পরবর্তি কার্যক্রমের জন্য ওয়ার্ড বা গ্রামভিত্তিক প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বা কর্মীর দল থাকবে।

৩। ইউনিয়নের জনগন যুযোপযোগী সকল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগপাবে।

৪। ঘরে ঘরে দক্ষ জনশক্তি থাকবে।

৫। শিশুর জন্ম ০ হতে ৪৫ বয়সে বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আওতায় আসবে।

৬। মৃত্যু কারীর মৃত্যুর তারিখ ৪৫ দিনের মধ্যে শতভাগ নিবন্ধনের আওতায় আসবে।